কৃষিই সমৃদ্ধি

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল

নতুন বিমানবন্দর সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

স্মারক নং ১২.২০.০০০০.০০৪.০২২.১০.১৯-১৭ তারিখ: ৩১/০৭/২০২৫ খ্রি:

সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১২১৫।

বিষয়: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর কৃষি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা কর্মশালায় কার্যবিবরণী প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর কৃষি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রাসমূহের বিএআরসি'র টার্গেট Indicator 2.5.1 Number of plant and animal genetic resources for food and agriculture secured in medium or long-term conservation facilities বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত দিনব্যাপী পর্যালোচনা কর্মশালা গত ২৬ জুন, ২০২৫ খ্রি: ঘটিকায় বিএআরসি'র অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালা কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণেরর নিমিত্ত এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

২৯/৭/২৫

(ড. নাজমুন নাহার করিম)
নির্বাহী চেয়ারম্যান (রু.দা.)
ফোন: +৮৮-০২-৪১০২৫২৫২
E-mail: ec-barc@barc.gov.bd

সংযুক্তি:

- কর্মশালার কার্যবিবরণী- ৩ পৃষ্ঠা।

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা।
২। পরিচালক, কম্পিউটার ও জিআইএস ইউনিট, বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা (ওয়েব সাইটে আপলোড এর অনুরোধসহ)।
৩। নির্বাহী চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, বিএআরসি।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল
ফার্মগেট, ঢাকা।

'এসডিজি অ্যাকশন প্ল্যান এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা' বিষয়ক জাতীয় কর্মশালার কার্যবিবরণী

এসডিজি অ্যাকশন প্ল্যান-এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা শীর্ষক এক কর্মশালা ২৬ জুন ২০২৫ খ্রি. সকাল ৯:৩০ ঘটিকায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি)-এর অডিটোরিয়াম, ফার্মগেট, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন ড. মোঃ আবদুছ ছালাম, সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. নাজমুন নাহার করিম, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি। কর্মশালায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল দপ্তর/সংস্থাসমূহ, জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেম (NARS)-ভুক্ত প্রতিষ্ঠানের এসডিজি ফোকাল পয়েন্টবৃন্দ, এসডিজি ডাটা ট্র্যাকার-এ ডাটা প্রোভাইডার এবং পিজিআর (Plant Genetic Resources) গবেষণায় সম্পৃক্ত বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

সভা শুরুর প্রারম্ভিক বক্তব্যে ড. মোঃ মাহফুজ আলম, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (শস্য) ও এসডিজি ফোকাল পয়েন্ট, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি), কর্মশালায় উপস্থিত সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের উদ্যোগে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় এসডিজি বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজন, এনএআরএসভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধি ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণে 'এসডিজি অ্যাকশন প্ল্যান-এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা' বিষয়ক এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। তিনি বলেন, "Leave no one behind" বা 'উন্নয়নের মূল স্রোতধারা থেকে কাউকে পিছিয়ে রাখা যাবে না'—এই মূলনীতিকে ভিত্তি করেই জাতিসংঘের ৭০তম সাধারণ অধিবেশনে ২০৩০ সালের মধ্যে অর্জনের লক্ষ্যে ১৭টি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) গৃহীত হয়। এসব অভীষ্টের লক্ষ্য হলো একটি আরও জনবান্ধব, পরিবেশবান্ধব, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক শান্তিপূর্ণ উন্নয়ন নিশ্চিত করা। তিনি আরও জানান, এসডিজির ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় ১০টি অভীষ্ট এবং ৩৩টি টার্গেটের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এর মধ্যে অভীষ্ট-২ এর অধীনে ৫টি টার্গেট-২.১, ২.৩, ২.৪, ২.৫ এবং ২(ক) বাস্তবায়নে কৃষি মন্ত্রণালয় মুখ্য (Lead) ভূমিকা পালন করছে। পাশাপাশি ৪টি অভীষ্টের ৪টি টার্গেটে-৬.৪, ৮.২, ৯.৫ ও ১২.৩ বাস্তবায়নে কো-লীড এবং অন্যান্য ২৪টি টার্গেটে সহযোগী মন্ত্রণালয় হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। এছাড়া প্রাসঙ্গিক ও সময়োপযোগী উপাত্ত সংগ্রহ, হালনাগাদ এবং এসডিজি ডাটা ট্র্যাকার-এ সংরক্ষণের কাজও বাস্তবায়ন করছে। তিনি বলেন, আজকের এই কর্মশালা অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মকাণ্ড চিহ্নিতকরণ, দ্রুত বাস্তবায়নযোগ্য পদক্ষেপ নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সীমাবদ্ধতা অনুধাবনের সুযোগ সৃষ্টি করবে। এছাড়াও অংশীজনদের মতামতের ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণে একটি সমন্বিত দিকনির্দেশনা পাওয়া যাবে। পরবর্তীতে তিনি বিএআরসি কর্তৃক এসডিজি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। তিনি জানান, অভীষ্ট-২ এর টার্গেট ২.১, ২.৩, ২.৪, ২.৫ এবং ২(ক)-এর আওতায় এনএটিপি-২ এর মাধ্যমে বিএআরসি ৬২টি সাব-প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করেছে। এছাড়া, কৃষি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে বিএআরসি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিপত্র প্রণয়নে সহায়তা প্রদান করেছে, যেমন: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, গবেষণা অগ্রাধিকার এবং ভিশন ডকুমেন্ট ২০৪১, জাতীয় কৃষিনীতি ২০১৮ ইত্যাদি। PARTNER (Program on Agricultural and Rural Transformation for Nutrition, Entrepreneurship, and Resilience in Bangladesh) প্রকল্পের অধীনে ইনডিকেটর ২.১ এবং ২(ক) বাস্তবায়নে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, এসডিজি ডাটা ট্র্যাকার-এ ইনডিকেটর ২.৫.১-এর তথ্য সরবরাহ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে এবং ২০২৩ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত NDCC (National Data Coordination Committee)-এর ১৭তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বিএআরসি কর্তৃক টার্গেট ২.৫.১-এর আওতায় পিজিআর (Plant Genetic Resources) সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট ও পুনরাবৃত্তিমুক্ত তথ্য এসডিজি ট্র্যাকার-এ আপলোডের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রধান অতিথি বলেন, "আজ আমরা 'এসডিজি অ্যাকশন প্ল্যান-এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা' শীর্ষক একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মশালায় একত্রিত হয়েছি। এই কর্মশালাটি কেবল একটি পর্যালোচনামূলক সভা

নয়, বরং জাতীয় উন্নয়নের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণে একটি মাইলফলক পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত। তিনি বলেন, ২০১৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭০তম অধিবেশনে টেকসই উন্নয়নের জন্য '২০৩০ এজেন্ডা' গৃহীত হয়, যা সারা বিশ্বের মানুষের শান্তি, সমৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে একটি সময়োপযোগী কর্মপরিকল্পনা। এই এজেন্ডা বৈশ্বিক শান্তি জোরদার করবে এবং ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও সব ধরনের বৈষম্যের অবসান ঘটাবে। বিশেষ করে অতি দারিদ্র্যসহ সকল ধরনের দারিদ্র্যের অবসান এখন বিশ্বের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ, যা টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বৈশ্বিক জনগণের জন্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করে দারিদ্র্য ও বৈষম্যের অবসান ঘটানো, অসমতা হ্রাস করা এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলার লক্ষ্যে কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে। তিনি উল্লেখ করেন, ২০১৬ সাল থেকে শুরু হওয়া এসডিজি অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রাগুলো অর্জনে বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই মন্ত্রণালয় ও বিভাগভিত্তিক অ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন করেছে এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ১৭টি দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম এই অ্যাকশন প্ল্যানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আজকের কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য হলো কৃষি মন্ত্রণালয় ও এনএআরএসভুক্ত প্রতিষ্ঠানের এসডিজি অ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও ভবিষ্যৎ করণীয় নির্ধারণ। তিনি আরও বলেন, "Leave no one behind" বা 'কাউকে পেছনে ফেলে নয়' এই মূলনীতিকে সামনে রেখে ২০৩০ সালের মধ্যে অর্জনের লক্ষ্যে জাতিসংঘের ৭০তম সাধারণ অধিবেশনে ১৭টি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) গৃহীত হয়। এসব অভীষ্টের উদ্দেশ্য হলো একটি আরও জনবান্ধব, পরিবেশবান্ধব, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক শান্তি ও উন্নয়ন নিশ্চিত করা। এসডিজির ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় ১০টি অভীষ্ট এবং ৩০টি লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এর মধ্যে গোল-২: 'ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার'-এর ৫টি টার্গেট (২.১, ২.৩, ২.৪, ২.৫, ও ২.ক) বাস্তবায়নে কৃষি মন্ত্রণালয় মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া অন্যান্য ৪টি অভীষ্টের অধীন ৪টি টার্গেটে (৬.৪, ৮.২, ৯.৫ ও ১২.৩) কো-লীড হিসেবে এবং ২৪টি টার্গেটে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সহযোগী হিসেবে কাজ করছে। পরিশেষে, তিনি কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং আশা প্রকাশ করেন যে, সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সুচিন্তিত মতামতের মাধ্যমে এসডিজি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া আরও গতিশীল হবে।

কর্মশালার সভাপতি ড. মোঃ আবদুছ ছালাম, সদস্য পরিচালক (শস্য বিভাগ), বিএআরসি, বক্তব্যের শুরুতে বর্তমান সরকারের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে গৃহীত বিভিন্ন কার্যকর উদ্যোগের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, কৃষি উন্নয়নে বাংলাদেশের সাফল্য আজ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এবং বাংলাদেশ এখন বিশ্বে একটি রোল মডেল হিসেবে পরিচিত। তিনি বলেন, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ২ অর্জনের জন্য খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অপরিহার্য এবং এই লক্ষ্য অর্জনে কৃষি মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান সমন্বিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, এসডিজিতে মোট ১৭টি অভীষ্ট ও ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে এবং এগুলোর ভিত্তি হিসেবে পাঁচটি মূল স্তম্ভ রয়েছে People, Prosperity, Planet, Peace ও Partnership, যা ২০৩০ এজেন্ডার সার্বিক কাঠামো নির্ধারণে দিকনির্দেশনা প্রদান করে। তিনি জানান, এসডিজি ডাটা ট্র্যাকার-এ ইনডিকেটর ২.৫.১-এর আওতায় ডাটা প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এই কর্মশালার মাধ্যমে এসডিজি অ্যাকশন প্ল্যানের আওতায় বাস্তবায়নাধীন পারস্পরিক সহযোগিতামূলক কার্যক্রমসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা সম্ভব হবে এবং সংশ্লিষ্ট ইনডিকেটরগুলোর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন সহজ হবে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন, অংশগ্রহণকারী প্রতিটি প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই এসডিজি লক্ষ্যমাত্রাগুলো অর্জন করা সম্ভব হবে। বক্তব্য শেষে তিনি কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

অতঃপর কর্মশালার কারিগরি সেশনে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত ছকে এসডিজি অ্যাকশন প্ল্যান এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয় এবং সভায় অংশগ্রহণকারীগণের মধ্যে উন্মুক্ত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

১। যে সকল প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অতিরিক্ত লক্ষ্যমাত্রা নেয়া হয়েছে যা বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা পূণ:বিন্যাসের সুযোগ আছে কিনা সে বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এসডিজি বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের

মতামত গ্রহণ।

২। যে সকল লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে সহযোগী মন্ত্রণালয় হিসেবে কৃষি মন্ত্রনালয় কাজ করছে সেক্ষেত্রে দপ্তর সংস্থা কর্তৃক কি ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে যে সম্পর্কে প্রতিবেদনে তথ্য উপস্থাপন করা।

৩। এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গৃহিত কার্যক্রম মনিটরিং এর জন্য বিশেষজ্ঞ সদস্যের সমন্বয়ে মনিটরিং টিম গঠন এবং

৪। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সকল দপ্তর/সংস্থাসহ জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমভুক্ত প্রতিষ্ঠান নিজ দায়িত্বে ডাটা আপডেট করা।

আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

Salam 21/09/2022

ড. মোঃ আবদুছ ছালাম
সদস্য পরিচালক (শস্য)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল